

ফিদা হুসেনের নগ্ন ভারতমাতাঃ স্বাধীনতা না স্বৈচ্ছাচারিতা? নাকি নির্লজ্জ বেসাতি?

-বিপ্লব

হুসেন সাহেব নগ্নিকা আঁকতে পছন্দ করেন। আমরাও দেখতে পছন্দ করি। ১৯৯৬ সালে উনি আঁকলেন নগ্ন সরস্বতী। কনসেপ্টটা দারুন-কেননা এই সরস্বতীকে আজ আমরা বিদ্যার দেবী বলে জানলেও এর পূজো শুরু হয়েছিল কোলকাতার বেশ্যাগৃহগুলিতে। উনি ছিলেন বাইজিদের সুরের দেবী-ইনার পূজোতে সুর এবং সুরায় ভাসতো উনবিংশ শতাব্দীর কোলকাতা। তাই নগ্ন সরস্বতীর সেক্সি বীণাবাদন, শিল্পকর্ম হিসাবে যে উৎকৃষ্ট ছিলো সন্দেহ নেই। শিবসেনা এই নিয়ে ভাঙচুর করেছে। ভারত কিন্তু শিল্পীর পাশেই ছিল। শিল্পীকে পুলিশ প্রোটেকশনও দেওয়া হয়েছে সেই সময়। একটা প্রচ্ছন্ন গর্ববোধও ছিল-রাস্তায় শোনা যেত, দেখা ভারতে বলেই এটা সম্ভব। পাকিস্থানে বা বাংলাদেশে কোন হিন্দু নগ্ন আয়েশা আঁকলে, সেতো বটেই, তার সাথে আরো হাজার হাজার হিন্দু জাতি দাঙ্গায় খুন হতো। হুসেন এর মধ্যে নগ্ন দুর্গা আঁকেছেন-লোকে খুব একটা বেশী মাথা ঘামায় নি-বিশেষত নগ্ন কালী দেখতে যখন তারা এমনিতেই অভ্যস্ত। হিন্দু ধর্ম যারা গভীরে বোঝেন তারা বিলম্বন জানেন দেবীর নগ্নতা আসলেই এই বিশ্বপ্রকৃতির প্রকাশ এবং রূপক।

এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু এই বছর ফেব্রুয়ারী মাসে হুসেন আঁকলেন নগ্ন ভারত মাতা। আমার আলোচনা এই ছবিটা নিয়েই। তার আগে নগ্নতা বা ন্যুডিজম ব্যাপারটা বোঝা দরকার।

নগ্নতা বুঝতে দুটো ব্যাপার আমাদের বুঝতে হবে। কালচারাল রিলেটিভিজম এবং কালচারাল উভোল্যুশন।

সংস্কৃতির আপেক্ষিকতা কি? এর গুরু ইমানুয়েল কান্ট, যিনি মনে করতেন আমাদের এই শিক্ষা, বা এই ‘আমি’ বলতে যা বোঝায়, তার সবটাই আমি যে পরিবেশ, স্থান কালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তার ওপর নির্ভরশীল। ফ্রাঞ্জ বাওস প্রথম এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মূল ব্যাপারটা হচ্ছে, স্থান-কাল ভেদে সংস্কৃতির রুচি এবং মানদণ্ডও বদলায় এবং ‘আমি’ এই ধারণাটার নির্মাণ ও হয় সেভাবেই। যেমন ধরুন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে স্ট্রীপার বা যেসব মহিলারা নগ্ন দেহ প্রদর্শন করে জীবিকা নির্বাহ করেন, তারা সমাজে ব্রাত্য নন-সন্মানের সাথেই তারা একাধারে মা এবং পত্নীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। সেখানে নগ্নতাকে দেখা হয় শিল্পীর দৃষ্টিতে-নারীর শরীরের গঠন তারিফ করতে। নিজের স্ত্রী বা কন্যা স্ট্রিপার হলে সামাজিক মর্যাদার কোন হানি হয় না। এবার ভারতের কথা ভাবুন! স্ট্রিপটিজ বেআইনি। আপনার বন্ধু যদি বলে, তার স্ত্রী স্ট্রিপার, আপনি হার্টফেল করতে পারেন!

আবার নুডিস্টদের কথাই ধরুন। তারা বিশ্বাস করে নগ্নদেহই সবচেয়ে বেশী পবিত্র-পোষাক ঢাকা দেহ আসলেই ভালগার বা রুচিহীন!

এবার আসি সংস্কৃতির বিবর্তনে। বিষয়টা বড়ই অদ্ভুত! আমাদের মানে হোমোসেপিয়েন্সদের বয়স দুশোহাজার বছর। আমাদের দেহে পোষাক উঠেছে মাত্র চল্লিশ বা ষাট হাজার বছর আগে। ঠিক ঠাক ভাবে দেখলে মিশরীয় সভ্যতা বা সুমেরিয় সভ্যতাতেও নগ্নতা ব্যাপারটা সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। একেশ্বরবাদি ধর্মের টেন কমান্ডমেন্টের অত্যাচার থেকেই নগ্নতা বিরোধি মনোভাবের শুরু। আদি হিন্দুধর্ম কোনদিন ই নগ্নতা বিরোধি ছিল না। বরং তা ছিল নুডিস্ট ফ্রেনডলি ধর্ম। কৃষিভিত্তিক সমাজ যতো এগিয়েছে, নারীকে পুরুষের সম্পত্তি হিসাবে দেখার তীব্রতাও তত বেড়েছে। পরপুরুষের নেক নজর থেকে নিজের সম্পত্তিকে বাঁচাবার জন্য সমস্ত ধর্মগ্রন্থগুলি ঢালাও ভাবে নারীর গায়ে পোষাক তুলেছে। ছত্রে ছত্রে নারীর দৈহিক শুচিবাই নিয়ে কথা বলেছে। অথচ, কোথাও পুরুষের মডেস্টি নিয়ে কোন বাধা নিষেধ নেই!

সুতরাং নগ্নতার সাথে নারীকে পুরুষের সম্পত্তিরূপে দেখার ব্যাপারটা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এর বিরুদ্ধবাদিরা বলেন, সমাজে নারী নগ্ন হয়ে চলাফেরা করলে যৌনকামনার তীব্রতায়, তারা দলে দলে ধর্ষিত হবেন। অরাজকতা সৃষ্টি হবে-সমাজের "self-organization" ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। নুডিস্ট বা ন্যাচারালিস্টরা মনে করেন এ ছেঁদো যুক্তি। সেটা সত্য হলে পশুদের সমাজ বলে কিছু থাকতো না। বাঘ, সিংহ, বানর এরা ন্যাংটো হয়েই ঘোরে এবং এদেরও পরিবার, সমাজ সবকিছুই আছে। আমেরিকা এবং ইউরোপে এখন অনেক নুডিস্ট কলোনী হয়েছে। সেখানে কোন নারী ধর্ষিত হয়েছে বলে শোনা যায় নি। ধর্ষনের আসল কারণ মোটেও যৌন-ইচ্ছা নয়। নারীকে সম্পত্তি হিসাবে দেখা থেকেই এর উৎপত্তি। সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণা বলছে পুরুষ তখনই ধর্ষন করে, যখন সে ভাবে আইন তাকে ছুঁতে পারবে না। সেই জন্যই ধর্মীয় রক্ষনশীলদেশগুলিতে ধর্ষন আসলেই বেশী। পরিবারের পুরুষ দ্বারা নারী ধর্ষিত হয় সেখানে-কারণ পুরুষ জানে নারীকে ধর্ষন সহ্য করে চুপ করে থাকতে হবে। মুখ খুললেই তার গায়ে তকমা উঠবে রাস্তার মেয়ের-যেন ধর্ষনে সব দোষ নারীর। আমেরিকাতেও ধর্ষন হচ্ছে অহরহ, কিন্তু অন্তত ২০-৩০% ধর্ষককে জেলে ঢোকানো যাচ্ছে। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানে ১-২% পারিবারিক ধর্ষকেও জেলে ঢোকানো যায় নি। অর্থাৎ মডেস্টি বা নারীর দৈহিক পবিত্রতার ধারণা ধর্ষন কমানোতো দূরের কথা, ধর্ষককে আসলেই উৎসাহিত করে।

তাহলে কি নগ্ন ভারতমাতা ঐকে হুসেন অন্যায় করেন নি?

এক্ষেত্রে প্রথমেই প্রশ্ন করতে হবে, হুসেন নগ্ন ভারতমাতা কেন ঐকেছেন? তিনি কি আদর্শবাদি?

আমেদাবাদ হাইকোর্টের এক মুসলিম এডভোকেট হুসেনের নগ্ন ভারতমাতার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা আনেন এবং এর পরিপেক্ষিতে হুসেন ক্ষমা চান। অর্থাৎ আদর্শের বশবর্তী হয়ে হুসেন সাহেব এটা করেন নি-ইচ্ছাটা ছিল বিতর্ক সৃষ্টি করে আরো টাকা কামানো। দৈহিক শুচিবাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে এটা আঁকলে তবুও বিতর্কের জমি থাকতো। আজ থেকে ছশো বছর আগে যুক্তিবাদি ব্রুনো মৌলবাদি চার্চের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেকে পুড়িয়েছিলেন, কিন্তু নিজের আদর্শকে পুড়তে দেন নি। আর হুসেন বুড়ো একটা ফৌজদারি মামলার ভয়েই ক্ষমা চেয়ে নিলেন! এই জন্য কিছু যুক্তিবাদি বন্ধু হুসেনের জন্য সই সাক্ষরে নেমেছেন দেখে, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। একটা বেনিয়া শিল্পী, যার কোন আদর্শ নেই, টাকার জন্য বিতর্ক সৃষ্টি করে, ভারতকে অপমান করে জনপ্রিয় হতে চান, তাকে যুক্তিবাদের নামে সমর্থন জানানো মানে ব্রুনোর মতন যুক্তিবাদী আন্দোলনের গুরুদের অপমান করা।

বিবর্তনের বর্তমান স্তরে ভারত রক্ষনশীল দেশ-যেখানে নারী দেহের পবিত্রতা পূজিত। দেশকে মা মনে করেই ভারতের লাখো লাখো সৈনিক প্রাণ দিয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। হুসেনের নগ্ন ভারতমাতা দেশের এই মাতৃনির্মানের ওপর কঠিন আঘাত। আমরা যুক্তিবাদিরা বিজ্ঞান এবং যুক্তি দিয়ে সমাজকে উদার করার চেষ্টা করছি। যদি উনি নগ্নতার সপক্ষে, দৈহিক শুচিবাইয়ের বিপক্ষে একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন, কারুর কিছু বলার ছিলো না। কিন্তু শিল্পের নামে তার এই কাণ্ডজ্ঞানহীন কার্যকলাপ মৌলবাদীদের সংগঠিত হতে সাহায্য করছে। ভুক্তভোগি হচ্ছি আমরা-যারা বিজ্ঞানচেতনা দিয়ে সমাজের উন্নততর বিবর্তন চাইছি।

এনার্কিজম এবং বিজ্ঞানবাদি আন্দোলন এক বস্তু নয়। চমস্কি এনার্কিস্ট, কিন্তু রিচার্ড ডকিনস বিজ্ঞানবাদি। হুসেনের নগ্ন ভারতমাতা এক ধরনের এনার্কিজম-পেছনে ইচ্ছাটা আরো বেশী টাকা কামানোর। কারণ এই ধরনের বিতর্কের জন্য কোন বিদেশী শিল্পপতি এই আর্টটি কিনবেন কোটি কোটি টাকায়।

তাই হুসেন, চমস্কি টাইপের বেনিয়া এনার্কিস্টদের থেকে যুক্তিবাদি আন্দোলনকে যত দূরে রাখা যায় ততই মজল।

ক্যালিফোর্নিয়া

৬/৯/০৬